২য় বর্ষ "তৃতীয় সংখ্যা" — ১৫ই বৈশাখ, ১৪২৩

"মনের" আয়না"

ষান্মাসিক পত্রিকা

তৃতীয় প্রকাশ - ২৭শে মে, ২০১৬

সূচীপত্র

তৃতীয় সংখ্যা – সূচীপত্র

বিষয়ভিত্তিক রচনা

আমাদের কথা ১
বাঙালি হয়ে বাঁচো ... ২
ছবি ... ৩
নববর্ষ ... ৪
আমার রবীন্দ্রনাথ ... ৫
ছবি ... ৮
একটা স্বপ্ন এবং ... ৯
ছবি ... ১২
রবিঠাকুর ও শিশুমন ... ১৩

অন্যান্য রচনা

জন্মদিনের এদিন সেদিন ১৫
ছবি ... ১৭
মা ... ১৮
পাপের ভবিষ্যৎ ... ১৯

এছাড়াও

সুডোকু ও শব্দছক ৭
মগজ খোলাই মনের হাসি
ও আরও জানো ৬
তোমায় খবরে ১৬

খোলামনে ২০

প্রচ্ছদ – আত্রেয়ী ঘোষ
অলংকরণ – নিরুপমা ঘোষ
আত্রেয়ী ও অগ্নিক
হস্তাক্ষর – আহানা সেন

আয়নার কথা

প্রিয় পাঠক বন্ধুদের হাত ধরেই ঊর্মিলা ও আত্রেয়ী সদ্যোজাত "মনের আয়না"কে সবার সামনে তুলে ধরে পথ চলা শুরু করেছিলাম, আনন্দের বিষয় 25th December আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের সাথে সাথে "মনের আয়না"র অন্নপ্রাশন হয়েছিল। কিন্তু নববর্ষের নবপ্রভাতে পত্রি-কাটি এই পৃথিবীতে এক বছরের জীবন পরিক্রমা সম্পন্ন করল। "মনের আয়না"র সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী পাঠকদের আমাদের পক্ষ থেকে নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। গুরুজনের উপদেশ আশ্বাস নিয়ে এই পত্রিকা এগিয়ে চলেছে। তবু গত সংখ্যার কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

"বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে গেল সমাপন,
চৈত্র অবসান—"

বর্ষবিদায় সাঙ্গ করে ১৪২৩-এর হালখাতা খোলা হল। ১লা বৈশাখ মানে আড্ডা আড্ডা, আর বাঙালিয়ানা প্রেমী মানুষ মাত্রেই জানে। Backdated নববর্ষের সার্বিক উৎসবের মধ্যেই প্রখর রৌদ্র-তপ্ত গ্রীষ্মকালের ২৫শে বৈশাখে জন্ম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। সর্বজনবিদিত কবি রবীন্দ্রনাথ বাঙালী মানসের চিরশাশ্বত, চিরনবীন সাহিত্যস্রষ্টা। যাঁর রচিত "সহজপাঠ" এ আমাদের পথচলা শুরু, যাঁকে কেন্দ্র করে আমার মতোন সমস্ত মানুষ নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নতুন ভাবে খুঁজে পান, তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ হলেন একটি আবেগ ধারা। এই "মনের আয়না" পত্রিকাটি বর্ষপূর্তির কালেই রবিঠাকুরের জন্মমাস হয়ে, "এই আকাশে আমার মুক্তি" বাণীতে মুখরিত করে তুলছে সর্বদিক। এই আশীর্বাদই কাম্য।

"আমারে না যেন করি প্রচার, / আমার আপন কাজে /
তোমারই ইচ্ছা কর হে পূর্ণ, / আমার জীবন মাঝে।"

এই চিন্তাধারাই হয়ে উঠুক নববর্ষের প্রতিটি মানুষের জীবনদর্শন। "মনের আয়না" জন্মদিনের ঠিক আগের প্রার্থনা জানিয়ে সকলের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও সহযোগিতা এবং শুভকামনাই চাইছে আর বলছে — "আজি মম জন্মদিন।"

— তপোজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

বাঙালি হয়ে বাঁচো

দূর থেকে ভেসে আসে রবিঠাকুরের গান—
এসে নবীনের আহ্বান!
আকাশ বাতাস মুখরিত করে নতুনের এই ডাক,
"এসো হে বৈশাখ"।
পুরাতনকে বিদায় জানাও, নতুনের হাত ধরো,
এই শুভক্ষণ স্মরণ করো।
নববর্ষের প্রথম দিনে সুখের পরশে দুঃখের হরণ,
করো করো সবে বর্ষবরণ।
ওগো বাঙালি, S.M.S নয়, ফেরাও হালখাতা
মুছে ফেল সব মলিনতা।
সংস্কৃতি পড়ছে বাঁধা আধুনিকতার মাঝখানে
বিশ্বায়নের তালে তালে।
ফিরিঙ্গিদের খোলস ছেড়ে "নব আনন্দে জাগো"—
জাগো বাঙালি জাগো।
নতুন বছরে আর কিছু নয়, বাঙালি হয়ে বাঁচো॥
ষোলো আনাই বাঙালি হয়ে বাঁচো।

— অন্তরা ঘোষাল

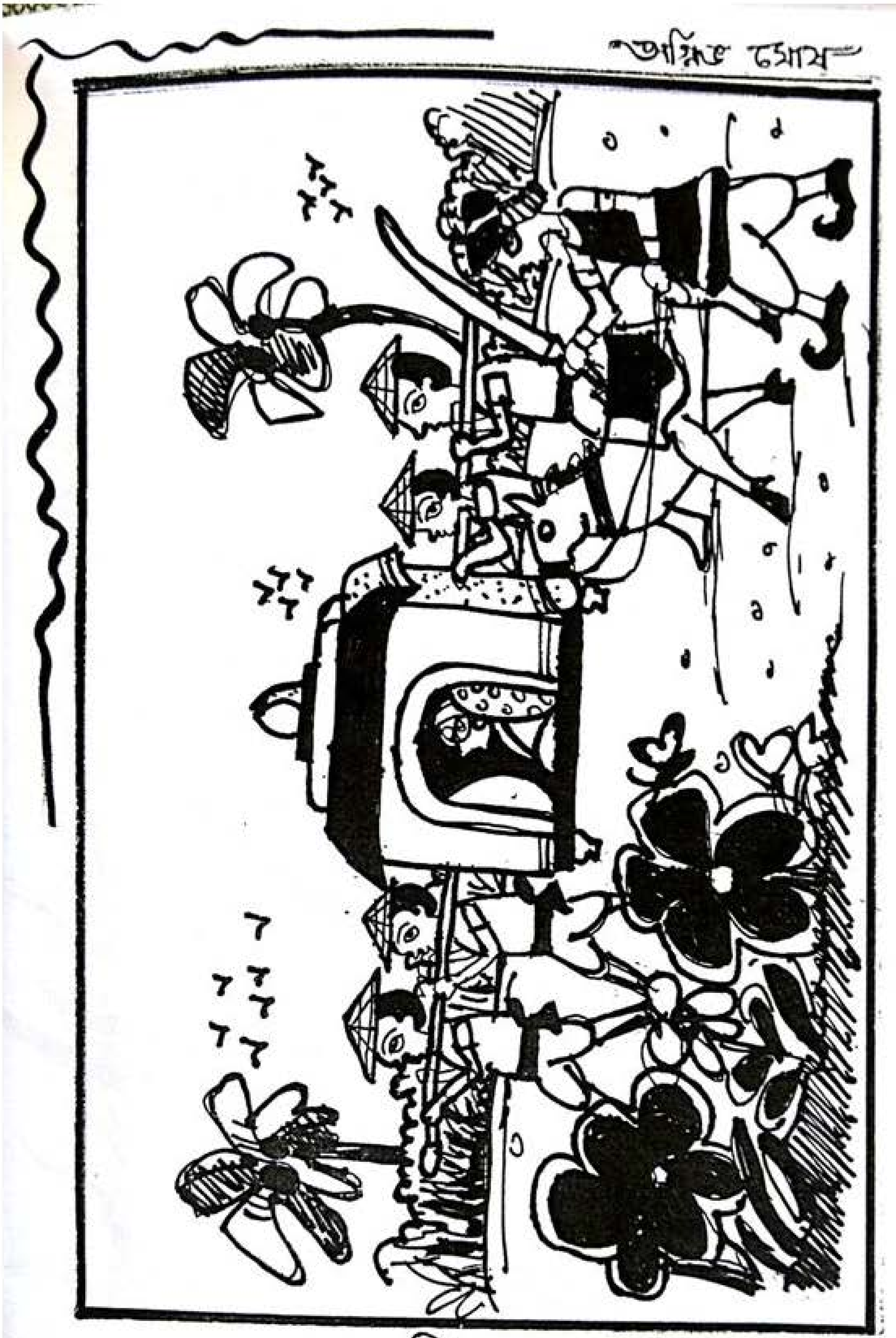

নববর্ষ

একটি বছর পরে আবার এল সেইদিন,
আনন্দেতে সকলের দিনটা হোক রঙিন।
যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, বিবাদ মিটিয়ে দি-ই আজ,
সমাজে হোক সত্য-সত্যের রাজ।
দুঃখ, কষ্ট, বেদনা আজ এখানে হোক শেষ,
এবার থেকে হাসি আর আনন্দের সমাবেশ।.....
বছরকার দিনে সকলের মঙ্গল কামনা করি,
এমন করেই ভেসে থাকে মোদের জীবনতরী।
আশাকরি পূরণ হবে সকলের মনের ইচ্ছা,
সকলকে জানাই নববর্ষের আন্তরিক
প্রীতি ও শুভেচ্ছা।।

— প্রিলিজা ঘোষ

আমার রবীন্দ্রনাথ

সেদিন ছিল শুক্রবার, পরের দিন স্কুল না থাকায় এলার্ম না দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। ঠিক ভোর রাত্তিরে একটা স্বপ্ন দেখায় ঘুমটা ভেঙে গেল।

যা দেখলাম—

একটা অন্ধকার রাত, আমি এক মাঠে দাঁড়িয়ে আছি, একটা ভাঙা ঘরের দরজার সামনে। ধাক্কা দিচ্ছি দরজায়। হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এলো এক বৃদ্ধ লোক। হাতে তার কলম-কাগজ। পরনে আল-খাল্লা ও গাল ভর্তি সাদা দাড়ি। দেখে যতটা অবাক হলাম ততটা ভয়ও পেলাম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল "রবীন্দ্রনাথ আমার রবীন্দ্রনাথ।" লোকটি আমাকে বলল "ভয় পেও না, ভয় পেও না।" "আমি তোমায় একটি জিনিস দেব।"

এই বলে আমায় একটি ছবি হাতে দিল।

ব্যস, অমনি আমার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে একটা জিনিস দেখে আমি চমকে উঠলাম, দেখলাম আমার দাদু ঠিক সেই ছবিটা তুলে বাঁধতে যাচ্ছে। আমার আনন্দের আর সীমা রইলো না।

দেবলীনা মজুমদার

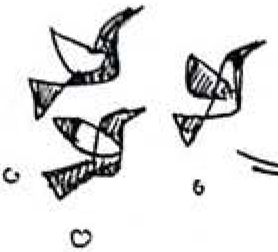

মগজ ধোলাই

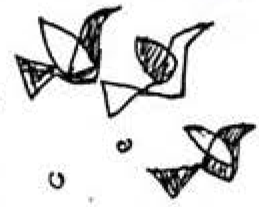

= 5

2, 1, 7, 9, 6, 3

+ × − ÷ + চিহ্ন সহযোগে সমাধান কর

$2+1\times7-9\div6+3=5$

মনের হাসি

ছাত্র : [বন্ধুর সাথে কথা বলছে]

শিক্ষক : এই, তুমি কথা বলছো কেন ?

ছাত্র : না তো ম্যাম।

শিক্ষক : আমি দেখলাম, তুমি কথা বলছো।

ছাত্র : মা কালীর দিব্যি বলছি ম্যাম।

শিক্ষক : ছি:! স্কুলে পড়ো, আবার কুসংস্কারও মানো ?

ছাত্র : ম্যাম, আমি না বললেই তো বললাম।

আরও জানো

কর্ণাটকের শ্রীহরিকোটা থেকে PSLV রকেটে চড়ে 2013 সালের 6th November শুরু হয়েছিল মঙ্গলযানের যাত্রা। 24/09/14 ভারতীয় সময় সকাল 7 টা 41 মিনিটে আসে সুখবর। মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে প্রবেশ করে ভারতীয় মঙ্গলযান- Mars Orbiter mission, [সংক্ষেপে MOM]. এই MOM-এর জ্বালানী খরচ ছিল শূন্য ডলার। সৌরশক্তি দ্বারা এটি সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হয়েছিল।

সুডোকু

5				8		7		2
	2	1			7			5
	6		1	2			4	
		9		3				8
	4	2			8	1		
	8		4	9			5	
		5		6			2	1
	9				2	5	7	
2	1	8		7				

গত সংখ্যার উত্তর

9	6	8	4	1	2	7	5	3
7	3	5	8	9	6	2	4	1
2	1	4	5	7	3	8	9	6
5	8	1	2	3	9	4	6	7
6	4	9	7	5	1	3	8	2
3	7	2	6	4	8	5	1	9
8	9	7	3	6	4	1	2	5
1	2	3	9	8	5	6	7	4
4	5	6	1	2	7	9	3	8

শব্দছক

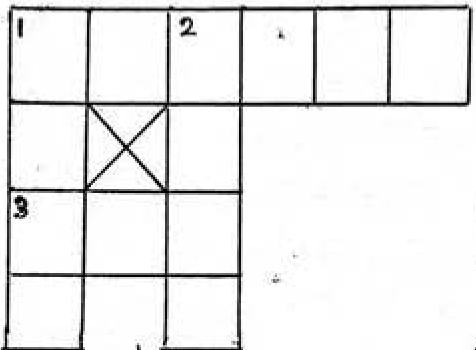

উপর-নীচ

① দুটি পাতার মধ্যবর্তী অংশ

② রক্তের একটি উপাদান

পাশাপাশি

③ ভারতের জাতীয় পাখি

① অপু-দুর্গার গল্প

গত সংখ্যার উত্তর—

পাশাপাশি—

১. ইউরেকা

২. লুই পাস্তুর

উপরনীচ—

১. ইগলু

২. ইস্টাবন

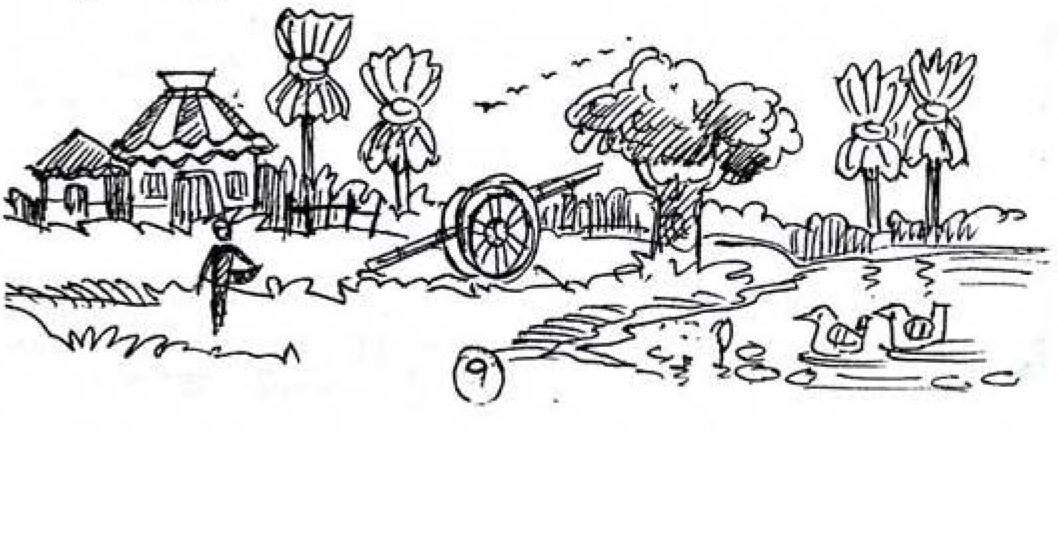

(চ) -শ্রীজা মুখার্জি।

Q.Q/ একটা স্বপ্ন এবং...

রূপসার আজ সকাল থেকেই মনটা বড্ড খারাপ। ও ক্লাস এইটের একজন মেধাবী ছাত্রী। তাই পড়াশোনায় কখনো গাফিলতি করে না। সকাল বেলায় রোজকার মতো টিউশান পড়তে গিয়েছিল। ফিরে এসে একটু কার্টুন দেখবে বলে বায়না করলে, বাড়ির কোনো লোকই তাকে আজ আমল দেয়না। এমনকি যে ঠাম্মা আকা-শের চাঁদ চাইলেও, তা আনার জন্য NASA-র বিজ্ঞানীদের Phone করবেন, তিনিও আজ রূপসার আবদারের বিপক্ষে। আজ ২৫শে বৈশাখ। রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী। তাই সকাল বেলা থেকে বাড়িতে উৎসবে উঠছে রাবীন্দ্রিক আমেজ। টিভিতে, শান্তিনিকেতনে ও বিশ্বভারতীতে পালিত রবীন্দ্র জয়ন্তী সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। তাই টিভিতে অনুষ্ঠান চলছে। DVD তে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে, মায়ের ল্যাপটপে বাজছে রবীন্দ্রকবিতা। কোথাও একটুও তিষ্ঠবার জায়গাই পাচ্ছে না সে, ভিডিও গেমস খেলবে বা কার্টুন দেখবে। ওদিকে ওর বন্ধু পৃথা Face Book-এ শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবিঠাকুরের আবক্ষ মূর্তির সাথে সেলফি তুলে পোস্ট করেছে, আর লাইক পড়েছে কতো! এদিকে ওর পুরো দিনটাই পণ্ড হওয়ার জোগাড়। তারপর ব্রেকফাস্ট সেরে, তিনতলার ছাদে গিয়ে বিরক্ত মেজাজে 'বাংলা বিবিধ প্রশ্ন বিচিন্তা' বইটার প্রথম Page-এর প্রবন্ধটা লিখবে বলে সবে কালি খাতায় ছোঁয়াবে, ফের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার রেগে গিয়ে অঙ্কের একটা পুরোনো বই বার করল, সেখানেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কথোপকথন। সত্যিই রূপসা একটু অবাক হয়ে গেল, আজকাল তো নোবেল পাওয়া দুঃসাধ্য কিছু একটা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো বাংলা থেকে অঙ্ক, ইতিহাস থেকে ভৌতবিজ্ঞানে বিস্তার আর কারো নেই। পরমুহূর্তেই মনে হলো, তারও যদি অমন উপাধিধারি আর পান্সাবোটে করে ঘুরে-

বেড়ানোর অখণ্ড সুযোগ অবসর থাকতো, তবে সেও ছন্দ মিলিয়ে কবিতা, কবিতা থেকে গান, গল্প, উপন্যাস লিখে ফেলতে পারতো! রবীন্দ্রনাথের লেখা 'আফ্রিকা' কবিতাটাতো তার একদম পছন্দই না, কী কঠিন উপমাবিন্যাস, টিচারও পড়াতে গিয়ে বলেছেন, "পছন্দ হওয়ার মতো লেখা নয়, তবুও নম্বর পেতে হলে, রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রশংসা করতে হবে।" Infact তাই-ই তো। টেনে টেনে রবীন্দ্র Grammar মেনে রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনো কালেই রূপসা পছন্দ করে না, কিন্তু তবুও সেবার 'সারা বাংলা সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা'-য় রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ঠিক পুরোনো দিনের মতো করে গেয়ে প্রাইজ পেয়েছিল। পরীক্ষায় নম্বর, প্রতিযোগিতায় প্রাইজ রবীন্দ্রনাথকে একটু touch-করলেই পাওয়া যায়।

রূপসা এইসবই সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে নীচে এসে স্নান করে খেতে বসল। তখনই মেজো কাকু ফোন করলেন। তার মেজোকাকু স্বনামধন্য বাচিক শিল্পী। মাকে মেজো কাকু বললেন— "বৌদি, আজ দিগন্তের চ্যানেলে 7:00 p.m. থেকে 'রবীন্দ্রনাথ চির সৃজনশীল' এই বিষয় নিয়ে একটা বিতর্ক আছে, আমি আছি। দেখো কিন্তু।" মা এক গাল হেসে বললেন — "দেখবই তো, প্রতি বছরই আজকের দিনটা বাঙালীদের রবীন্দ্রহুজুগ দেখবার মতো। এই দিনটাতে সব চ্যানেলের TRP বাড়ানোর মোক্ষম দিন। কী বল?" আরও নানা কথা হলো মা ও কাকুর মধ্যে। বাবাও এলেন, খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো।

সন্ধ্যে বেলা চায়ের টেবিলে বাবা প্রসঙ্গটা তুললেন। বললেন — "কলেজে এক ছাত্র নাকি Google-এ search করেছে ঔপনিষদিক রবীন্দ্রনাথ। Search করে দিচ্ছেই

পায়নি, 'রবীন্দ্রনাথের জীবনচেতনা' search করেও কিছু পায়নি। তাই আজ কলেজে যে 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' পালিত হয়েছে তাতে নিজের মতো করে Remix করে ফের আধুনিক রবীন্দ্রনাথের রচনাকে নাকি আরও Modern করে পরিবেশন করেছে। সেটা নাকি বেশ মনোগ্রাহীও বটে।' রূপসা কথাটা শুনে ভীষণ রেগে যায়। কলেজের দাদা-দিদিরা গিটার বাজিয়ে গান গাইতে পারলে সে কেন তেমনটি পারবে না? আজই তো Whats app-এ কেউজনে share করেছে, রবীন্দ্রনাথের চুলে স্পাইক করা, জিন্স-শার্ট পরিহিত একটা ছবি! ছবিটা বেশ Famous -ও হয়েছে।

রূপসাদের পাড়ার মোড়ে আজ মঞ্চ বেঁধে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। বছরে একটা দিন রবীন্দ্রনাথকে এরকমভাবে মাইক বাজিয়ে সবাই স্মরণ করে বলে রূপসার কেমন যেন বিরক্ত লাগে। তাই সে যায়নি। সকাল থেকে রাত অবধি ১৫৫ বছর আগের এক ব্যক্তিকে নিয়ে উন্মাদনা ও অতি-চর্চায় রূপসা বিব্রত। কোনোমতে ডিনার সেরে রাতে শুতে গেল। এপাশ-ওপাশ করতে করতে ঘুম অবশেষে আসন পেতে বসল চোখের উপর। হঠাৎই দেখতে পেল একটা অন্ধকার ঘর, তাতে সে একা, কিছু দেখা যাচ্ছে না, চোখে পড়ল অত্যন্ত জোড়ালো আর্ক লাইট। কিন্তু হঠাৎ জ্বলে ওঠা সেই আলোতে রূপসার চোখ বন্ধ হল না। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেল রবীন্দ্রনাথের জীর্ণ, শীর্ণ মুখখানি। ভীত হয়ে উঠল সে। কেমন যেন মনে হলো: রবিঠাকুর এবার কাঁদতে কাঁদতে বললেন — "আজ আমার জন্মদিন। কিন্তু সত্যি আমি খুব কষ্টে আছি। কেন এভাবে Google-এর ঘেরাটোপে, DVD, TV, ল্যাপটপ, ফটোফ্রেমের

সাধে জীবন্ত জীবাশ্মের মতো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছো? আর যে পারছি না, মোবাইলটা যখন চুরি হলো, তখন ভেবে-ছিলাম রক্ষা, যখন বাবা কিনেছিল বেশ সস্তার মধ্যে, কিন্তু সত্যি বলছি আমাকে এতো টানাহেঁচড়া, ঝাটাছেঁড়া করো না। তুমি..... তোমরা অনেকে FaceBook, whatsapp email, video-games -এ বুঁদ হয়ে আছো। কিন্তু সবাই মিলে, কেন এভাবে যন্ত্রণা দাও আমায়? আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি যে আর লিখতে পারছি না, শ্বাস নিতে পারিনা, আমি এখন 'খাঁচার পাখি'-ই হয়ে গেছি।" ঘুম ভেঙে গেল, চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম সব আগের মতো। জানলা দিয়ে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহের আলো আসছে। কিন্তু এটি দেখলাম ঝাপসা? সত্যিই স্বপ্ন— নাকি বাস্তবের ছায়াময় চিত্র?

— তপোজা মুখোপাধ্যায়

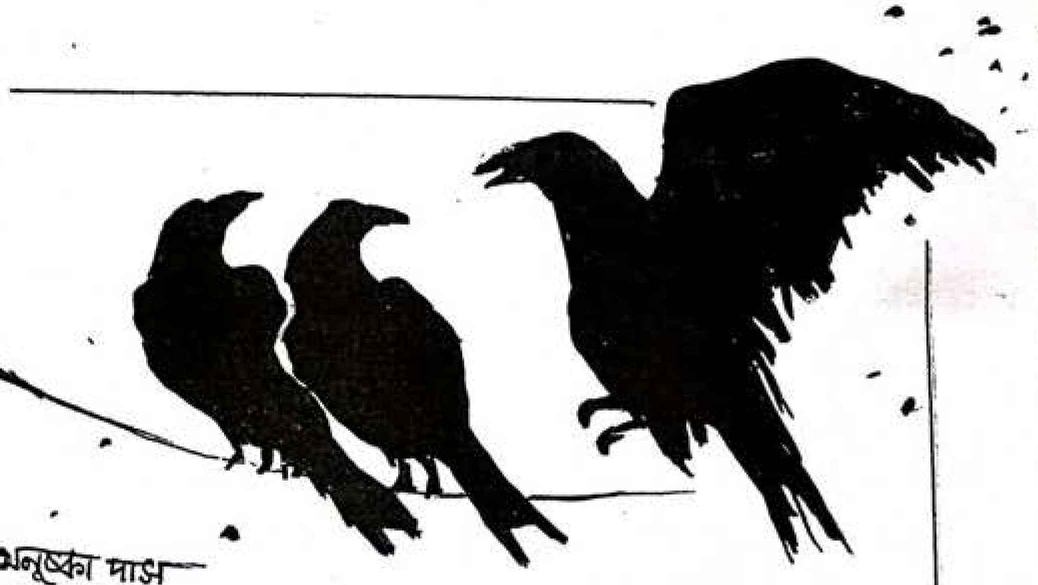

অনুষ্কা দাস

রবিঠাকুর ও শিশুমন

'মনের আয়না'র সব খুদে পাঠকপাঠিকারা, তোমরা নিশ্চয়ই জানো তোমাদের প্রিয় রবিঠাকুর তিনিও একদিন তোমাদের মতোই ছোট ছিলেন। তোমাদের মতোই তাঁর একটা শিশুমন ছিল। ছোট বেলায় শিক্ষারম্ভের পূর্বে তোমরা যেমন 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদে এল বান' কবিতাটি শুনতে এবং বলতে ভালোবাসতে, রবিঠাকুরের কাছেও এই ছড়াটি ছিল বেশ শ্রুতিমধুর। তিনি সেই কবিতাকে কী বলেছিলেন জানো? তাঁর কাছে এই কবিতাটি ছিল 'শৈশবের মেঘদূত'।

রবিঠাকুরের ছোটবেলার আর এক ঘটনা বলি— তোমাদের অনেকেই বাড়ির বড় দাদা-দিদিকে ইস্কুলে যেতে দেখে বায়না করেছ ছোটবেলায়। দাদা এবং তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ভাগ্নেকে ইস্কুলে যেতে দেখে রবিঠাকুরেরও খুব ইচ্ছে হয়েছিল ইস্কুলে যেতে। শিক্ষক মশাইয়ের প্রহারও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। অতএব অকালেই তাঁকে ভর্তি করাতে হল ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে।

রবিঠাকুরের ছোটবেলার ঘটনাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে আর পাঁচটা শিশুর মতই তাঁর জীবনচর্যা ছিল। অকাল বয়সে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর কাছে সেই সময়টি মোটেও সুখকর হয়ে ওঠেনি। তাই নিজের হীনমন্যতা কাটানোর এক বিশেষ উপায় তিনি বার করেছিলেন। রেলিং দেওয়া বারান্দার রেলিংগুলি ছিল তাঁর বিভিন্ন সেবার ছাত্র। হাতে একটা কাঠি নিয়ে তাদের উপর

তিনি মাস্টারি করতেন। দেখে দেখো, তোমরাও অনেক মাস্টারি-মাস্টারি খেলতে ভালোবাসো কিনা।

ছোট শিশুকে পড়াতে বসানোর পর বেশ কিছু-ক্ষণ পরেই তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। দিনের বেলা হলে মন ছুটে যায় খেলার মাঠের দিকে আর রাতের বেলা হলেই ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি পাড়ি জমায় শিশুদের চোখে। রবি ঠাকুরও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। রাত নটা বাজলেই তাঁর চোখের উপর ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির আগমনে তাঁকে জাগিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়ত। মাস্টার মশাইয়ের ভর্ৎসনাও তাঁর ঘুমকে দমন করতে পারত না।

কি, কেমন মনে হচ্ছে না. একেবারেই যেন তোমাদের গল্পই বলছি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে মনে, কেমন করে ছোট্ট রবি সকলের প্রাণের ঠাকুর হয়ে উঠলেন। রবি ঠাকুরের জীবনও ছিল তোমাদের মতোই। নানারকম শিক্ষার মধ্যে তাঁর সারাদিন অতিবাহিত হত। তিনি সকল বিষয় মন দিয়ে করতেন বলেই একদিন প্রাণের ঠাকুর হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাই তোমরাও মন দিয়ে সব কাজ করবে, কেমন।

— সোমা ঘোষ

জন্মদিনের এদিন সেদিন

আষাঢ় মাস। ৫ তারিখ। আজ আমার জন্মদিন। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আমি মন ভার করে জানলার ধারে বসে আছি। এমনিতে বৃষ্টি আমার ভালোই লাগে। বৃষ্টিতে ভিজতেও আমি খুব ভালোবাসি। তবু আজ আমার বৃষ্টিকে একদম ভালো লাগছে না। কারণ, আজ আমি নিজের মতো করে সময় কাটাবো ভেবেছিলাম। সেই সকাল থেকে বৃষ্টিটা যা শুরু করেছে আর ভালো লাগছে না। বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি। রাতে বৃষ্টিটা না থামলে বিরিয়ানিটাও খেতে যাওয়া হবে না। আমি, দাদা, মা, বাবা সবাই মিলেই বেরোতাম। সারাদিন অবিরাম ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

ঘরে ঢুকেই দাদা বলল, — "জন্মদিনের দিন এইরকম মন খারাপ করে বসে আছিস কেন?"

আমি বললাম, — "আকাশের মুখ ভার। তাই আমারও মন খারাপ।"

ধীরে ধীরে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। বৃষ্টিটা একটু কমেছে। আমরা সবাই রেডি হয়ে নিলাম। বেরোতে যাব, আবার বৃষ্টি। আর ভালো লাগছে না। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কারেন্ট নেই। আমি রাগ করে না খেয়েই শুয়ে পড়লাম।

সারাদিন আমার গিফটগুলো খুলেও দেখিনি। মনে পড়ল, দাদা একটা লাল ডায়েরি আর পেন দিয়েছে। রাতে শোয়ার আগে লিখলাম, আজকের দিনটা আমাকে কতটা হতাশ করল। তারপর জানলার দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম সকাল হয়ে গেছে। বাইরে ঝলমল করছে রোদ। জানলার সামনে

এগিয়ে গেলাম; দেখলাম, রাস্তায় জল জমে আছে। দাদা আমার হাতে একটা লম্ফ ডায়েরি আর পেন দিয়ে বলল — "Happy Birth Day." ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখি আজ ৫ তারিখ, শনিবার। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক, তাহলে আমার আসল জন্মদিনে রোদ উঠেছে। বৃষ্টিটা স্বপ্নে হওয়াই ভালো।

— আত্রেয়ী ঘোষ

কোথায় ফারাক (৮টি)

গত সংখ্যার উত্তর:

১. চার্চের ছাদে একটা দাগ
২. চার্চে ক্রুশ নেই
৩. ঝাউগাছে তারা নেই
৪. ঝাউগাছে কালো বল
৫. ঝাউগাছে একটা বল নেই
৬. গিফ্ট প্যাকে একটা রিবন
৭. ঘড়িতে সেকেন্ডের কাঁটা নেই
৮. গাছের ফাঁকে পাহাড় অদৃশ্য

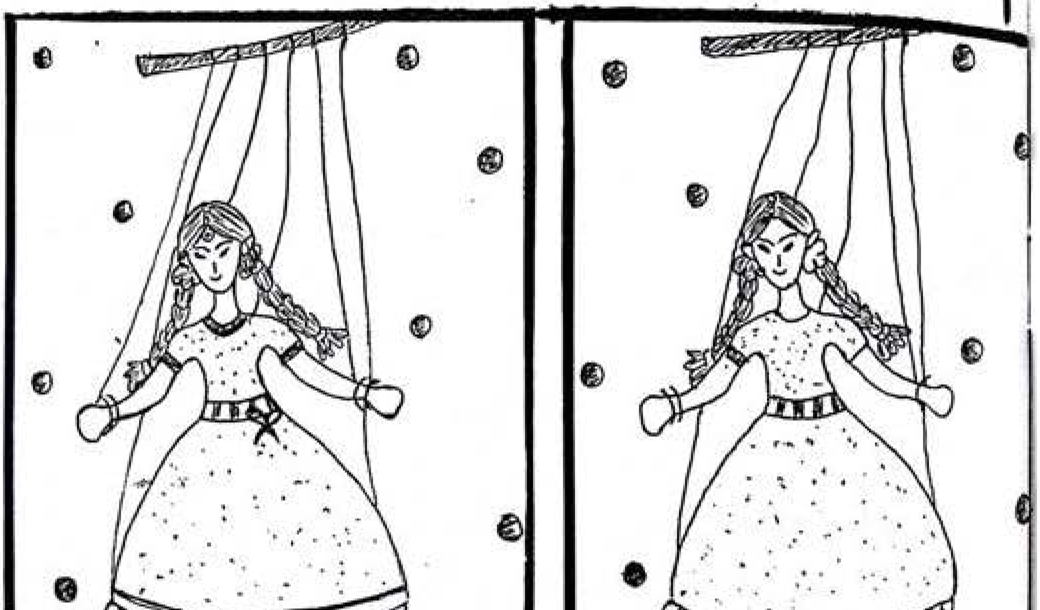

অশ্বারী ঘোষাল

মা

মা তুমি মোরে দাওনা একটু
সময়টুকু,
আমি যে তোমার
ছোট্টপানা-খুকু।
না দাও যদি একটুখানি আদর,
তাহলে কিন্তু হবই আমি বাঁদর।
এসব শুনে বলল আমার মা
আয়রে খুকু একটু শুনে যা,
সেই না গেলেম আবার কাছে মা'র;
জড়িয়ে ধরল আমাকে বারবার।

— অরিজিৎ পাল

পাপের ভবিষ্যত

কবে হবে ধর্ম সারা ?
বইবে সেদিন রক্তধারা ?
সেদিন বিশ্ব হবে ধ্বংস,
নষ্ট হবে লক্ষ বংশ
কবে হবে শেষ পর্ব
এই অপরাধের ?

সেদিন নারী শিশুর রোদনধ্বনি
কোথায় আনবে রণধ্বনি,
রণসংগীত বাজবে বীণায়
পাপের সুরের ঝংকারে।

সমাজ হারাবে তার প্রাচীন জ্যোতি
বিফল হবে ঈশ্বরের স্তুতি।
থাকবে না কোন বিরতি,
এই ধ্বংসলীলার।

পৃথিবীর কোন বিজ্ঞ
থামাবে এই ধর্মযজ্ঞ?
সমাজ যে আজ চেতনাহীন
বুঝবে তখন,
যখন হবে সন্তানহীন।

— অর্পিতা সরকার

খোলামনে

'মনের আয়না' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা পড়তে পড়তে নিজের ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ছেলেবেলায় আমিও এরকম সাহিত্যপাগল ও পত্রিকাপাগল ছিলাম। 'আত্রেয়ী' ও 'অপোজা' -দুই কিশোরী তাদের মেয়েবেলার বেড়ে ওঠার প্রতিমার হিসেবে বেছে নিয়েছে পত্রিকা প্রকাশের আনন্দকে। এই উদ্যম ও আনন্দ দীর্ঘজীবী হোক। এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যুগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের চটকসর্বস্ব সস্তা বিনোদনকে এড়িয়ে দুই কিশোরী যে নিখাদ সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছে। তাকে সর্বান্তে কুর্নিশ জানাই।

ওদের এই উদ্যম যেন পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও প্রবাহিত হয়ে যায়, ওদের উত্তর প্রজন্মও যেন এইভাবেই এগিয়ে আসে এই কামনা করি।

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
[illegible] (হুগলি মহসীন কলেজ)
২০.০৫.২০১৬

'মনের আয়না' একটা ভাবনাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রায় এক বছর ধরে। কঠিন প্রচেষ্টা অবশ্যই। আজকের বৈদ্যুতিন যুগে মুদ্রণ জগতে যুগান্তকারী বিপ্লব এসেছে। তাহলে এই প্রচেষ্টার সার্থকতা কোথায়, আমার মনে হয় ছাপার অক্ষর একধরনের বিনোদন প্রক্রিয়া যা শুধুমাত্র আমাদের ভাবনা-চিন্তাকে একটা রূপ দেয়, গুছিয়ে-সাজিয়ে তুলে ধরে। কিন্তু যখন সেটা হাতে লিখে, নিজের মতো করে সাজানো হচ্ছে তখন সেটা একদিকে আন্তরিক অন্যদিকে-শিল্পের মাধ্যমহীন স্বনিযুক্ত প্রয়াস, যার কোন বিকল্প হয় না। ঠিক এই কারণেই আমাদের উচিৎ 'মনের আয়না'কে বাঁচিয়ে রাখা। আপনারা সবাই চেষ্টা করলে তবেই সেটা সম্ভব।

[illegible]

খোলামনে

আত্রেয়ী ও তপোজা সম্পাদিত 'মনের আয়না' পত্রিকাটি গত ডিসেম্বর ২০১৫ নৈহাটি বইমেলায় হাতে পেলাম। এমন অতুলনীয় সাহিত্য পত্রিকার আজ বড় অভাব। আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি উসকে দেয়া প্রচ্ছদ, অলংকরণে এবং বিন্যাসে অসাধারণ। দুটি পরামর্শ — বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা ও পৌরাণিক কাহিনী লিখতে ছোটদের উৎসাহ দান। একটি ছোট্ট অনুরোধ — পৃষ্ঠা সংখ্যা বাংলায় লিখলে পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়।

— বাসব চট্টোপাধ্যায়

চিন্তনে ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ও ভাস্বর নবীন 'মনের আয়না' একদিন মহীরুহের আকার ধারণ করবে, এই শুভকামনা রইল। দুই নবীন সম্পাদিকা আত্রেয়ী ঘোষ ও তপোজা মুখোপাধ্যায়কে আমার স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানা-
-লাম।

[illegible]

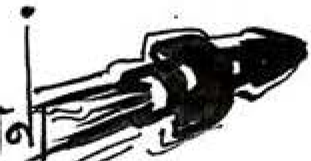

বিশেষ ঘোষণা

আমাদের পরবর্তী সংখ্যার বিষয় —
বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা
ও
১০০টি শব্দের মধ্যে ৬-১০ বছরের
শিশুদের কবিতা ও গল্পরচনা

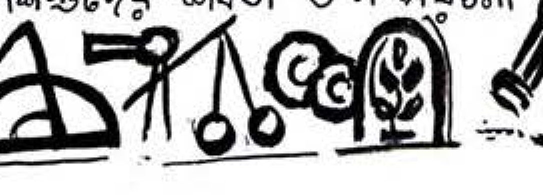

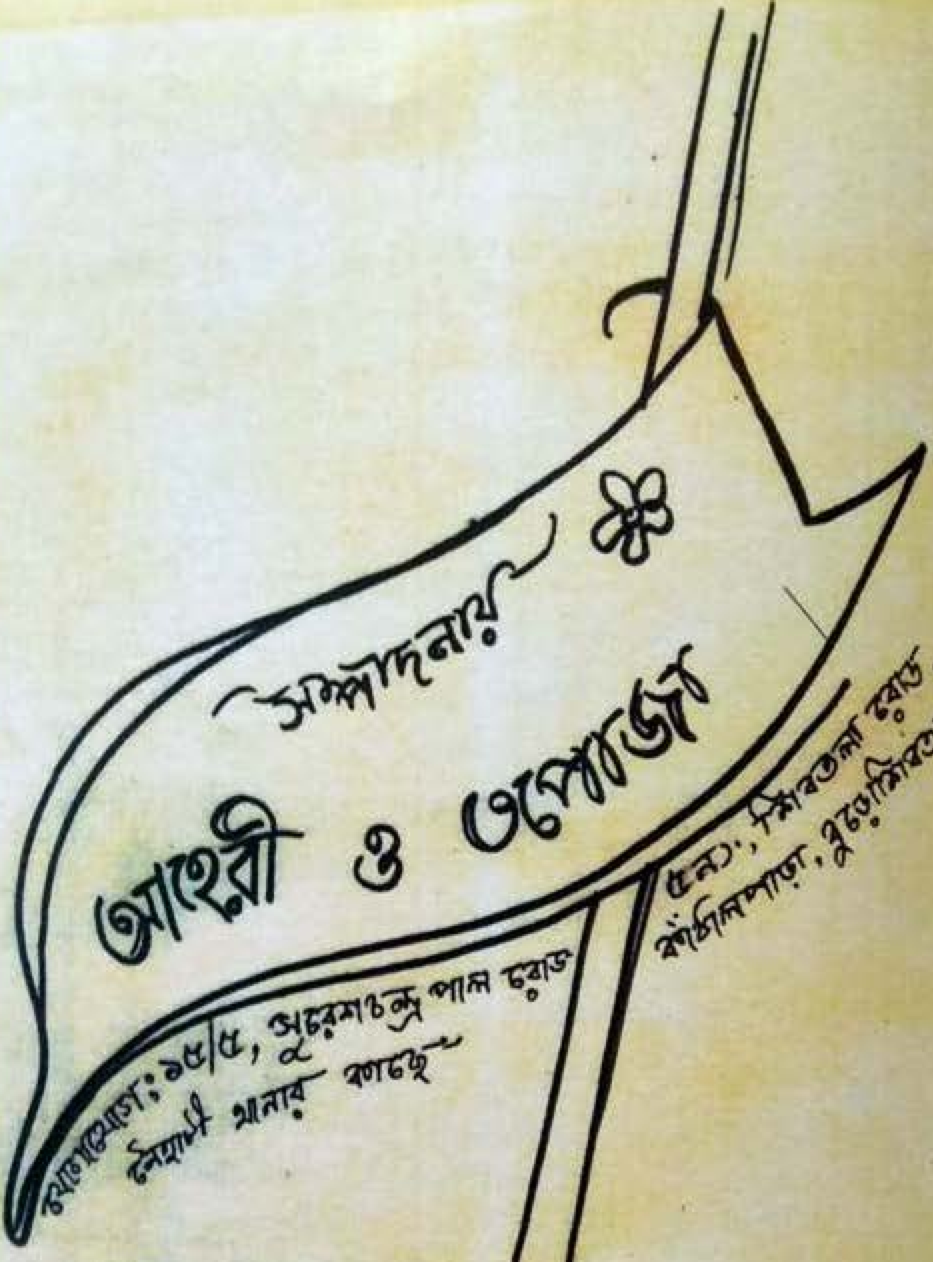

দূরভাষ: ৯১৪৩৬৫০৯২৭ ও ৯৯০৩৪৭৩১৮৭

অনুদান-১৫.০০